ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার ধরন (Types of Personality)

Childhood And Growing Up

1.1.1, 1st Half

Unit: V

Biswajit Saha
Assistant Professor in Education
Sponsored Teachers' Training College,
Purulia

ভূমিকা (Introduction)

- চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত গ্রীক দার্শনিক **হিপোক্রেটস (Hippocrates)**। তাঁর সময় থেকেই ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত, শারীরিক আকার, গঠনের সাথে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক স্থাপনে অনেক গবেষণা হয়েছে।
- শারীরিক গঠনের সাথে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক, এই বিষয়টি বিশেষত অপরাধ বিজ্ঞানে আলোচনা ও গবেষণা করা হয়।

ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার ধরন (Types of Personality)

- (1) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে **গ্রিক চিকিৎসকগণ** আচরণ ও মেজাজের প্রেক্ষিতে মানুষদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন যেমন—
- (ক) **স্যাঙ্গুইন (Sanguine)** – সক্রিয় ও আশাবাদী।
- (খ) **কোলেরিক (Choleric)** – খিটখিটে মেজাজ ও অল্পেতেই রেগে যায়।
- (গ) **প্লেগমেটিক (Phlegmatic)** – শান্ত এবং মানসিক ভারসাম্যযুক্ত।
- (ঘ) **মেলানকোলিক (Melancholic)** – বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্ত।

(2) ক্রেশ্চামারের টাইপ (Cretschemer's Type)

জার্মান মনোচিকিৎসক **আর্নেস্ট ক্রেশ্চামার** শারীরিক গঠন অনুযায়ী মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি মানুষের দেহ গঠনের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলির সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি দুই ধরনের শারীরিক গঠনের সাথে দুই রকমের মেজাজের সম্পর্কের কথা বলেছেন – **সাইক্লোয়েড ও সিজোয়েড**।

Contd...

- (a) **সাইক্লোয়েড (Cycloid)** – এদের শারীরিক গঠন সাধারণত বেঁটে, গোলগাল, মেদবহুল হয়। এরা সদা উৎফুল্লভাব ও পরক্ষণেই বিষাদগ্রস্ততা ভাব দেখা যায়। আবেগের অত্যধিক প্রকাশ, সামাজিকতায় সংবেদনশীল হয়। তাছাড়া কর্মে উত্তেজনা প্রবণ ও বাস্তববাদী প্রকৃতির হয়। পরিণত বয়সে এদের মধ্যে ***দ্বিমেরু (Bipolar)*** রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

Contd...

(b) সিজোয়েড (Schizoid) – এদের শারীরিক গঠন লম্বা, হালকা, পাতলা প্রকৃতির হয়। চেহারায় টান টান ভাব দেখা যায়। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অন্তর্মুখিতা প্রকাশ পায়। আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমগ্ন থেকে স্বাভাবিক কাজকর্মে এরা নিষ্ক্রিয় থাকতে চায়। পরবর্তী জীবনে এদের মধ্যে ***সিজোফ্রেনিয়া*** রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

ক্রেশ্চামার সুস্থ মানুষের উপর গবেষণা করে নিম্নলিখিত চারটি ভাগ করেছেন –

ব্যক্তিস্বত্তার টাইপ	বৈশিষ্ট্যাবলি
(ক) পিকনিক (Pyknic)	জনপ্রিয়, সামাজিক এবং বহির্মুখী
(খ) এসথেনিক (Asthenic)	দুর্বল, সংবেদনশীল
(গ) অ্যাথলেটিক (Athletic)	উৎসাহী, স্বাভাবিক
(ঘ) ডিসপ্লাস্টিক (Dysplastic)	সুনির্দিষ্ট গঠন অনুপস্থিত, আচরণ জটিল এবং অনির্ধারিত

(3) শেলডন-এর টাইপ (Sheldon's Type)— আমেরিকার শল্যচিকিৎসক ডঃ উইলিয়াম এইচ. শেলডন শারীরিক গঠন অনুযায়ী মানুষকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি মনে করতেন শারীরিক গঠন ব্যক্তিত্বের নির্ধারক

শারীরিক গঠন	মেজাজ
(ক) এন্ডোমরফিক (মোটা, নরম দেহ এবং গোলগাল)	ভিসেরোটনিক (সামাজিক, বহির্মুখী, স্নেহপ্রবণ ও আরামপ্রিয়)
(খ) মেসোমরফিক (পেশিবহুল)	সোমাটোটনিক (উৎসাহী, ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে, সুযোগসন্ধানী)
(গ) একটোমরফিক	সেরিব্রোটনিক (ভীতু, শিল্পী মানসিকতা সম্পন্ন, অন্তর্মুখী এবং চাপা স্বভাবের)

(4) স্প্রেনজার টাইপ (Spranger's Type) — জার্মান দার্শনিক ই. স্পেনজার মানুষকে তার আগ্রহের ভিত্তিতে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

- (ক) **তাত্ত্বিক টাইপ (Theoretical Type)** — যে সমস্ত ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন।
- (খ) **আর্থিক টাইপ (Economic Type)** – যে সমস্ত ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করতে ভালোবাসেন।
- (গ) **নান্দনিক টাইপ (Aesthetic Type)** — যে সমস্ত ব্যক্তি সংবেদনশীল এবং সৌন্দর্যপ্রেমী।

(5) ইয়ুং-এর টাইপ (Yung’s Type) — সুইস মনস্তত্ত্ববিদ ইয়ুং ব্যক্তিসকলকে দুটি মাত্রায় বিভক্ত করেছেন — বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী। ইয়ুং-এর এই শ্রেণিবিভাগ খুবই জনপ্রিয় এবং পেশাগত ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত।

- **অন্তর্মুখী (Introvert)** — যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অবস্থান করে বিশেষ করে যখন কোনো চাপ বা দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। অন্তর্মুখী ব্যক্তি লাজুক প্রকৃতির, লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করে না, একা থাকতে ভালোবাসে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক অন্তর্মুখী প্রকৃতির।

Contd...

- **বহির্মুখী (Extrovert)** – অন্তর্মুখীর বিপরীত হল বহির্মুখী। এরা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। এরা বন্ধুমনোভাবাপন্ন এবং উদ্‌বেগমুক্ত। সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মীরা সাধারণ বহির্মুখী প্রকৃতির হয়।

Contd...

- আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ ইয়ুং-এর দুটি টাইপের পরিবর্তে তিনটি টাইপের কথা বলেন —অন্তর্মুখী, বহির্মুখী এবং **অ্যাম্বিভার্ট (Ambivert)**। অ্যাম্বিভার্ট টাইপ হল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখীর মধ্যাবস্থা।

(6) ফ্রয়েডীয় টাইপ (Freudian Type) — ফ্রয়েড তাঁর যৌনশক্তি বা লিবিডো বিকাশের (Fixation) ঘটেছে তাকে ভিত্তি করেই ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা উল্লেখ করেছেন

- (i) **মৌখিক-রতিমূলক টাইপ** (Oral Erotic Type) — ফ্রয়েডের মতে, শৈশবে যৌনতার অবস্থান হল মুখে। এই স্তরে মুখের কার্যাবলির মাধ্যমে শিশু যৌনসুখ ভোগ করে। মৌখিক রতিমূলক টাইপের ব্যক্তিরা মৌখিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে অধিক মাত্রায় যৌনসুখ ভোগ করে। চোষণ, কামড়ানো, মুখে কোনো বস্তু রাখা প্রভৃতি কার্যের মধ্যে শিশু যৌনসুখ পায়। এই মৌখিক স্তরে লিবিডো সংবন্ধনের কারণে দু-ধরনের ব্যক্তিত্ব দেখা যায়।

Contd...

- (ক) **মৌখিক নিষ্ক্রিয় টাইপ** —এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নির্ভরশীল, আশাবাদী এবং চিন্তা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুদের মতো অপরিণত হয়।
- (খ) **মৌখিক নৈরাশ্যবাদী** — এরা নৈরাশ্যবাদী, সন্দেহপরায়ণ এবং আক্রমণাত্মক হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলে।

Contd...

- **(i) পায়ু-রতিমূলক (Anal Type)** – যৌনশক্তি বা লিবিডো বিকাশের পরবর্তী স্তর হল পায়ু স্তর। এই স্তরে শিশু পায়ুসংক্রান্ত কার্যাবলি থেকে যৌনসুখ পায়। মল-মূত্র ত্যাগ বা টয়লেট ট্রেনিং বা সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী মল-মূত্র ধরে রাখার সঙ্গে এই স্তরটি যুক্ত। এই স্তরে যৌন বিকাশ সংবন্ধনের জন্য একপ্রকারের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত কৃপণ ও সাবধানী হয় এবং এরা কখনোই জনপ্রিয় হয় না।

Contd...

- **(ii) স্বাভাবিক টাইপ (Phallic Type)** – লিবিডো বিকাশের তৃতীয় স্তর হল স্বাভাবিক টাইপ। এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণ নিজেকে ভালোবাসে, নিজেকে প্রদর্শন করতে চায় এবং অপরের নজর আকর্ষণ করতে চায়।

ধন্যবাদ